সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃতীয় সম্মেলনে গৃহীত

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

রবিবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

কেশব মেমোরিয়াল হল

ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃতীয় সম্মেলন
রবিবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯

গৃহীত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

মুখবন্ধ

১.১) আমাদের প্রিয় সংগঠন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে আজ আমরা মিলিত হয়েছি ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের কেশব মেমোরিয়াল হলে। বিগত দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর। তার আগে ২০১৩ সালের ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় প্রথম রাজ্য সম্মেলন।

১.২) ঘটনাক্রমে আমরা এই রাজ্য সম্মেলনে মিলিত হচ্ছি প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শান্তি সম্মেলন এবং প্রথম সর্বভারতীয় শান্তি সম্মেলনের সত্তরতম বর্ষে। দুটি সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে কলকাতায়। চলতি বছরে ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের সত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীও উদযাপিত হচ্ছে। চলতি বছর স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবার্ষিকী এবং মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যেও। রাজ্য সম্মেলন তাঁদের দুজনকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। এই বছর ভারতের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নেরও শতবর্ষ।

১.৩) বর্তমান প্রতিকূল পরিবেশে যেসব সংগঠন, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ আমাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন রাজ্য সম্মেলন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

১.৪) রাজ্য সম্মেলনে আমরা আমাদের সংগঠন, সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণে আমাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করবো, আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবো, সংগঠনের নতুন রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত করবো এবং আসন্ন জাতীয় সম্মেলনের জন্য রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ নির্বাচিত করবো। প্রতিনিধিদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা, মতামত ও পরামর্শ সম্মেলনকে সফল করে তুলতে সাহায্য করবে। গঠনমূলক সমালোচনা-আত্মসমালোচনা আমাদের কাজের ধারাকে আরও ভালো করতে সাহায্য করবে।

বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের অংশ

২.১) সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা জন্মলগ্ন থেকে (প্রথম দিকে নাম ছিল 'অল ইন্ডিয়া পিস কাউন্সিল' বা 'সারা ভারত শান্তি পরিষদ') বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে সংগঠিত আন্তর্জাতিক গণউদ্যোগের অংশ। ১৯৪৮-৪৯ সালে সংগঠিত ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল বা বিশ্ব শান্তি পরিষদের (বর্তমান সদর দপ্তর গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে) প্রায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আমাদের সংগঠন তার গুরুত্বপূর্ণ শরিক। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব রমেশচন্দ্র (১৯১৯-২০১৬) প্রথমে সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি হিসেবে ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে থেকেছেন দীর্ঘদিন। চলতি বছরে রমেশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগঠন ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল রাষ্ট্রসংঘের

অ-সরকারী সদস্য। ইউনেস্কো, আঙ্কটাড, ইউনিডো, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের মতো রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল কাজ করে। ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল 'ন্যাম' বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সরকারীভাবে স্বীকৃত পর্যবেক্ষক সংগঠন। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য।

২.২) এ আই পি এস ও আফ্রো-এশিয়ান পিপলস সলিডারিটি অর্গানাইজেশনেরও (প্রতিষ্ঠা ১৯৫৮; সদর দপ্তর - কায়রো, মিশর) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

২.৩) আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের মঞ্চগুলিতে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার মর্যাদাময় স্বীকৃতি প্রতিটি সদস্যকে যেমন গর্বিত করে তেমনই তাঁর দায়িত্বও বাড়ায়। সংগঠনের মর্যাদা রক্ষায় প্রতিটি স্তরে প্রত্যেক সদস্যকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রেক্ষাপট

৩.১) শান্তি সংহতি আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাব অনস্বীকার্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শান্তি-সংহতি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলে।

৩.২) আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আগামী জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত দলিলগুলিই আগামী দিনে আমাদের দিক নির্দেশ করবে। রাজ্যের পরিস্থিতি ও রাজ্য সংগঠনের কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত বিষয়গুলিই এই প্রতিবেদনে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

৪.১) গত প্রায় তিন দশক ধরে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের সূত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও শক্তি ভারসাম্য নতুন এক পর্বে প্রবেশ করেছে। বিশ্বায়ন পর্বে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় হওয়ায় জাতি-রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ নিয়ে বিরোধ ও সংঘাত রয়েছে। কিন্তু, আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি চায় না বিরোধ এমন রূপ নিক যা সর্বোচ্চ মুনাফার সন্ধানে তার বিশ্বব্যাপী চলাচলে বাধার কারণ হবে। আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পারস্পরিক বিরোধকে অনেকটা স্তিমিত রেখেছে।

৪.২) উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসক শ্রেণীগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিরোধ থাকলেও সমাজতান্ত্রিক প্রতি-চাপের অনুপস্থিতির কারণে উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দরকষাকষি করার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে প্রতিকূল অবস্থায়। তারা মূলত সমঝোতা ও আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়েছে।

নয়া উদারবাদপর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির সর্বাত্মক আগ্রাসন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক --- আমাদের জীবন জীবিকার সমস্ত ক্ষেত্রে, সর্ব পরিসরে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন অতীতের সব নজির ছাড়িয়ে গেছে।

৪.৩) তবে বিশ্ব পুঁজিবাদ আগের চেয়ে অনুকূল পরিস্থিতিতে থাকলেও নিত্য নতুন সংকটে ও সংঘাতে সে জড়িয়ে পড়ছে। ২০০৮ সালে যে মহামন্দা শুরু হয়েছিল তার জের এখনও কাটেনি। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ক্রমবর্ধমান সমস্যার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দরিদ্র, শ্রমজীবী ও সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ মানুষের উপরই। বিশ্বজুড়ে বাড়ছে দারিদ্র, ক্ষুধা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, কর্মহীনতা। সম্পদের বন্টনে চূড়ান্ত বৈষম্য স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (আই এম এফ) ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিন জর্জিভা গত ৯ অক্টোবর (২০১৯) বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার প্রভাব আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে। বিশ্বের ৯০ শতাংশ দেশেই ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার আরও নিম্নমুখী হবে।

৪.৪) সাম্রাজ্যবাদের সামরিক তৎপরতা ও আস্ফালন বেড়েই চলেছে। ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে গত প্রায় তিন দশক সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটো সহযোগীরা প্রমাণ করে চলেছে যে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা-মুক্ত শান্তিপূর্ণ বিশ্ব তারা চায় না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন সরকার মাঝারি পাল্লার পারমানবিক ক্ষেপনাস্ত্র চুক্তি (ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্সের ট্রিটি-আই এন এফ) থেকে একতরফাভাবে সরে গেছে গত ২ আগস্ট (২০১৯)। ১৯৮৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচ্যভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন আই এন এফ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাসের উদ্যোগে এঘটনা বড়সড় ধাক্কা। প্রসঙ্গত দূর পাল্লার পারমানবিক ক্ষেপনাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'নিউ স্টার্ট ট্রিটি'-র মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২১-র ফেব্রুয়ারিতে। রাশিয়া চাইলেও আমেরিকা এখন সেই চুক্তির পুনর্নবীকরণ চাইছে না।

৪.৫) বিশ্বায়নের প্রবক্তারা বিশ্বজুড়ে অবাধ বাণিজ্যের কথা বললেও ট্রাম্প প্রশাসন চীনা পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক বসিয়ে চাপ বাড়াতে চায়। চীনও মার্কিন পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক বসিয়েছে। মার্কিন সরকারের চাপিয়ে দেওয়া এই বাণিজ্যযুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতির বাড়তি ক্ষতির আশঙ্কা। হঙকঙে অশান্তি বাধিয়ে চীনকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিউবা বিরোধী মার্কিন হুঙ্কারও তীব্রতর হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা প্রশাসন দু'দেশের সম্পর্কের বিকাশে যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কার্যত খারিজ করে দিয়েছে। কিউবার বিরুদ্ধে বেআইনী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরও জোরদার করতে তৎপর রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প। কিউবা অবশ্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে। গণতান্ত্রিক কোরিয়ার বিরুদ্ধেও ট্রাম্প প্রশাসন লাগাতার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক কোরিয়ার পরমাণু নীতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি জবরদস্তি নিয়ন্ত্রণ করতে চান।

৪.৬) লাতিন আমেরিকাতেও বামপন্থী বিকল্পের পরীক্ষানিরীক্ষার প্রক্রিয়াকে সাম্রাজ্যবাদ স্বস্তিতে থাকতে দিতে নারাজ। কিউবা ছাড়াও বাম-ঘেঁসা সরকার পরিচালিত দেশগুলির অভ্যন্তরীন বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশগুলি ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ জোরদার করেছে। বিরোধী দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে সবধরণের বেআইনী মদত দিচ্ছে। ২০১৮-র মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে যেকোনো উপায়ে ক্ষমতাচ্যুত করতে তারা মরীয়া। নির্বাচনে পরাস্ত দক্ষিণপন্থী বিরোধী নেতাকে 'রাষ্ট্রপতি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে নজিরবিহীনভাবে। নিকারাগুয়ায় সান্দিনিস্তা ফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতেও নানা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে ওয়াশিংটন। ব্রাজিলে ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ

নিয়েছেন মার্কিন-ঘেঁষা দক্ষিণপন্থী জাইর বোলসোনারো। ইকুয়েদরের রাষ্ট্রপতি লেনিন মোরেনোর প্রসাসন (২০১৭-র মে মাস থেকে) পুর্ববর্তী সরকারের জনস্বার্থবাহী নীতিগুলি জলাঞ্জলি দিয়ে আমেরিকার পুতুলে পরিণত হয়েছে। তবে মোরেনো প্রশাসন সম্প্রতি প্রবল জনবিক্ষোভের মুখে কিছুটা হলেও পিছু হঠেছে। চিলিতেও রাজধানী সান্তিয়াগোয় গত অক্টোবরে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থানের দরুণ পিছু হটেছে সরকার। গত অক্টোবর মাসের (২০১৯) নির্বাচনে বলিভিয়ায় রাষ্ট্রপতি ইভা মোরালেস টানা চতুর্থবারের জন্য বিজয়ী হলেও মার্কিন মদতে কার্যত অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মোরালেসকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। আর্জেন্টিনায় রাষ্ট্রপতিপদে দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রপতি মরিসিও ম্যাক্রিকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন আলবার্তো ফার্নান্ডেজ। উপরাষ্ট্রপতিপদে বিজয়ী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ক্রিস্টিনা কির্চনার। উরুগুয়েতেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শাসক জোট বাম ঘেঁসা ব্রডফ্রন্টের প্রার্থী দানিয়েল মার্তিনেজ জয়ের পথে। কলম্বিয়ার পৌরসভা ও প্রাদেশিক নির্বাচনে বাম ও মধ্য-বাম প্রার্থীরা ভালো ফল করেছেন। নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে জনমত স্পষ্ট।

৪.৭) মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় তেল ও গ্যাসের ভান্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মরীয়া। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের সামরিক দখলদারির সমর্থনে আমেরিকা নির্লজ্জের মতো সাফাই দিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত যাবতীয় প্রস্তাব তারা ছুঁড়ে ফেলছে। পশ্চিম এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি উগ্র ইসলামী মৌলবাদকে শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছে। সংকটের পরিণতিতে শরণার্থী সমস্যা এখন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। তবে ইরাকে ২০১৮-র মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে অ্যালায়েন্স টুওয়ার্ডস রিফর্মস ভালো ফল করেছে। এই জোটে রয়েছে ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টিও।

৪.৮) নানা ছলে ইন্টারনেট ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় বিশ্বজুড়ে নজরদারি চালাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। টেলিকম ও ইন্টারনেটসহ বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় তারা একতরফা নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায়।

৪.৯) পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নেও রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি তারা মানতে চায়নি। কার্বন নির্গমনের দায় তারা চাপাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়ে। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নে কীরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন তা সম্প্রতি আমাজন অরণ্যে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের সময় ব্রাজিলের নতুন সরকারের আচরণে স্পষ্ট হয়েছে।

৪.১০)ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির পরিস্থিতিও জটিল। পাকিস্তানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের দাপট অব্যাহত। প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে অবদমিত রাখার স্বৈরতান্ত্রিক চেষ্টা চলছেই। বাংলাদেশে গত সংসদীয় নির্বাচনে (৩০ ডিসেম্বর ২০১৮) জিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ সরকার পুনরায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি নির্বাচনে কোন সুবিধা করতে পারেনি। তবে তাদের তৎপরতা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমস্যাও জটিল। মায়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে হবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যথাযথ পুনর্বাসনে।

৪.১১)বিশ্বায়ন পর্বে সব ক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী মতাদর্শগত আক্রমণ বেড়েছে। জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরাজনীতিকরণ প্রবণতা আলোচ্য সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, খন্ড জাতীয়তাবাদ, পরিচিতি সত্ত্বার মতো প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাগুলিকে চাঙ্গা করা হচ্ছে নয়া উদারবাদকে নিরাপদ রাখতে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অতি-দক্ষিণপন্থী রাজনীতির রমরমা।

৪.১২)তবে বিশ্ব রাজনীতির শক্তি ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে থাকলেও বিকল্পের সংগ্রামও বিদ্যমান। নয়া-উদারবাদী প্রকল্পের জনবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও গণবিক্ষোভ বাড়ছে। ইকুয়েদরের ঘটনা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের বেশ কিছু দেশে আছড়ে পড়ছে ধর্মঘট, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ। পরিস্থিতির নিজস্ব চাহিদা মেনে বিশ্ব রাজনীতিতে দানা বাঁধছে বহুমেরুত্বের উপাদানগুলিও। চীন ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা' এবং রাশিয়া, ব্রাজিল, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত 'ব্রিকস' আন্তর্জাতিক মঞ্চে উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থে সরব। গত ২৫-২৬ অক্টোবর (২০১৯) আজারবাইজানের বাকু শহরে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ১৮তম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.১৩)সাংগঠনিকভাবে ও মতাদর্শগতভাবে সংহত গণআন্দোলন ব্যতিরেকে নয়া উদারবাদের বিকল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব এখানেই নিহিত। ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল বা বিশ্ব শান্তি পরিষদও আলোচ্য সময়ে যথাসম্ভব তৎপর থেকেছে।

জাতীয় প্রেক্ষাপট

৫.১) ২০১৯ সালের মে মাসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি পুনরায় কেন্দ্রে সরকার গঠনের পর বিপদ আরও বেড়েছে। আরও আগ্রাসীভাবে মোদী সরকার তাদের জনবিরোধী কর্মসূচী রূপায়ন করতে তৎপর। কর্পোরেট পুঁজি এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অশুভ আঁতাত ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছে নতুন মাত্রায়। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের সামনেও চ্যালেঞ্জ এখন অনেক বেশি।

৫.২) দেশের সামনে এখন গুরুতর চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, সংবিধানের মূল নীতিগুলি আক্রান্ত। 'হিন্দুত্ব'বাদীদের আসল লক্ষ্য সংবিধান পাল্টে 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতা আক্রান্ত। নির্বাচন কমিশন, সি. এ. জি., সি. বি. আই., আর. বি. আই.-কারো রেহাই নেই। সংবিধান রক্ষার স্বার্থে এই সব প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। তৃতীয়ত, আগ্রাসীভাবে নয়া উদারনীতির বাস্তবায়ন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বল্গাহীন বিলগ্নিকরণ, শ্রম আইন শিথিল করা, মানুষের জীবনজীবিকার ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ নয়া উদারবাদের জনবিরোধী চরিত্র স্পষ্টতর করেছে। চতুর্থত, মৌলিক নাগরিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর ক্রমশ বেশি বেশি আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। অতি-সক্রিয় রাষ্ট্র ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে।

৫.৩) কেন্দ্রে মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে মুক্তচিন্তার মানুষদের পাশাপাশি দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের গায়েও 'দেশদ্রোহী' তকমা লাগাতে তৎপর হয়ে উঠেছে প্রশাসন এবং হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী। মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন 'মানবাধিকার'-এর 'ভারতীয়' সংজ্ঞা বানানোর ধুয়ো তুলেছেন। দেশে গণপ্রহারের ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বেগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খোলা চিঠি দেওয়ার 'অপরাধে' রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয় দেশের ৪৯ জন বিশিষ্ট নাগরিকের বিরুদ্ধে। যদিও চাপের মুখে তা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়। ইউ. এ. পি. এ. আইনের সাম্প্রতিকতম সংশোধনী অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তিকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে দাগিয়ে দিতে পারে সরকার। ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪এ ধারার (১৮৭০ সালে ঔপনিবেশিক প্রশাসন জারি করেছিল) অপব্যবহার যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও শ্রমজীবী জনগণের সুরক্ষাকে লোপাট করে দেবার চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম আইন সংক্রান্ত দু'টি কোড বিল সংসদে পেশ করেছে মোদী সরকার। ন্যায্য প্রাপ্য থেকে শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করতেই এই ষড়যন্ত্র। নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ বাড়ছে। মোদী সরকার ইতিমধ্যে তথ্যের অধিকার আইনেরও সংশোধন করেছে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (প্যারিস) সংস্থা প্রকাশিত ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার বিচারে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৪০তম। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের স্থান ১৪২তম।

৫.৪) গত আগস্টে (২০১৯) সংবিধান থেকে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সংক্রান্ত ৩৭০ ধারা রদ করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরকে দু'টুকরো করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ এখন দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

৫.৫) জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত এত বড় পদক্ষেপ নেওয়ার সময় সেই রাজ্যের অধিবাসীদের মতামতের তোয়াক্কা করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। গত অক্টোবর (২০১৯) ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ২৩ জন চরম দক্ষিণপন্থী সদস্যকে (এঁদের মধ্যে নয়া নাৎসী দলভূক্তরাও ছিলেন) জম্মু-কাশ্মীর সফরের ব্যবস্থা করা হয়। যদিও দেশের জাতীয় দলগুলির নেতৃত্বকে এমনকি বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদেরও সেখানে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। মোদী সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপ শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরের দুর্ভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আসাম ছাড়াও সমস্যা বাড়ছে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে। গোটা দেশেই সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ বাড়ছে।

৫.৬) মোদী সরকারের মেরুকরণের নীতির ফলে আসামে নাগরিক পঞ্জী (এন. আর. সি.) তৈরির ফল হয়েছে বিপর্যয়কর। ১৯ লক্ষ মানুষের নাম নেই চূড়ান্ত তালিকায়। তালিকা বহির্ভূতরা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ার মুখে। মানবাধিকারের যাবতীয় ধারণা সেখানে পদদলিত হবার আশঙ্কা।

৫.৭) মোদী সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯ জারি করে নাগরিকত্বের বিষয়টিকেও গোটা দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও মেরুকরণের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে তৎপর। এই আইন বৈষম্যমূলক এবং সংবিধান-স্বীকৃত সমতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বিপজ্জনকভাবে লঙ্ঘন করছে। এই আইনের সঙ্গে যুক্ত সব রাজ্যে নাগরিক পঞ্জি (এন-আর-সি) তৈরির পরিকল্পনা। সেই লক্ষ্যেই তৈরি করা হচ্ছে জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (এন-পি-আর)। এন-আর-সি-র প্রথম ধাপ এন-পি-আর বাতিল করতে হবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এন আর সি এবং এন পি আর বাতিলের দাবিতে সুদৃঢ় জনমত গঠন করতে হবে সর্বশক্তি দিয়ে।

৫.৮) দেশের শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলিরও সাম্প্রদায়িকীকরণের অপচেষ্টা চলছে কোনো আইনের ধার না ধরে। মোদী সরকারের প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রী সত্য পাল সিংহ দাবি করেছেন (২১ জানুয়ারি ২০১৮), চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বও নাকি ভুল, স্কুল-কলেজের পাঠ্যবিষয় থেকে এখনই সরিয়ে দেওয়া উচিত ওই তত্ত্ব! হিন্দু পুরাণকে ভারতের ইতিহাস এবং হিন্দু ধর্মতত্ত্বকে ভারতীয় দর্শনরূপে চালানোর চেষ্টা চলছে। দেশের শিল্প সংস্কৃতির জগতেও তারা স্বঘোষিত 'অভিভাবক'-র ভূমিকায় অবতীর্ণ। নতুন শিক্ষানীতিতেও সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রভাব স্পষ্ট। বহুভাষাভাষি

ভারতের মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে 'এক দেশ এক ভাষা' নীতিমাফিক জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেবার হুমকিও শুরু হয়েছে।

৫.৯) মোদী সরকার যত যুদ্ধ জিগির ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পথ নিচ্ছে ততই ভারতের অর্থনীতি পিছিয়ে পড়েছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দ্রুত বাড়ছে। তীব্র আক্রমণ নেমে আসছে রুটিরুজির সুযোগের ওপর। বিগত সাড়ে চার দশকের মধ্যে দেশে বেকারির হার সর্বোচ্চ - ৬.১ শতাংশ। মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন (জি. ডি. পি.) বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন - ৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (আই. এম. এফ.) ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিভা গত ৯ অক্টোবর ২০১৯ বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার প্রভাব ভারতে 'বেশি প্রকট'। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আয়োগই বলছে, আর্থিক ক্ষেত্রে এমন গভীর সঙ্কট গত ৭০ বছরে হয়নি। বাজারে পণ্যের চাহিদা নেই, কমছে ব্যবসা-বাণিজ্য, নেই নতুন বিনিয়োগ, কমছে রপ্তানি, উৎপাদন কমাচ্ছে শিল্পপতিরা। ছাঁটাই লক্ষ লক্ষ কর্মী, নতুন কাজ শূন্য, কাজ হারানোর প্রহর গুনছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী। ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রান্ত কৃষকদের জীবন জীবিকা। মোদী সরকার পেট্রোল-ডিজেলের দাম নির্দ্বিধায় বাড়িয়েই চলেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি নজিরবিহীন। স্বাধীন ভারতে মার্কিন ডলারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কখনও এতটা পিছিয়ে পড়েনি টাকা। ২০১৪ সালের মে মাসে প্রতি মার্কিন ডলারের ভারতীয় মুদ্রায় দাম ছিল ৫৯ টাকারও কম। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তা প্রায় ৭৩ টাকা। ভারতে জনসংখ্যার ওপরের দিকের ১ শতাংশের হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৫১.৫৩ শতাংশ। নিচের দিকের ৬২ শতাংশের হাতে রয়েছে মোট সম্পদের মাত্র ৪.৮ শতাংশ। (অক্সফ্যাম ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট ২০১৯)।
তবে দেশকে অন্ধকারে রেখে মেগা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আরসিইপি স্বাক্ষরের চেষ্টা শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। গত ৪ নভেম্বর মোদী সরকার চুক্তি স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তীব্র আন্দোলনের মুখে।

৫.১০)রাজকোষ ঘাটতি সামলাতে মোদী সরকার নামীদামী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচে দিচ্ছে জলের দরে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বিলগ্নিকরণ থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০ হাজার কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছে ১ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা। ১৯৯১ সাল থেকে যত বিলগ্নিকরণ হয়েছে তার ৫৮ শতাংশই হয়েছে মোদী জমানায়। বাংলার গর্ব বেঙ্গল কেমিক্যালকেও বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে এই সরকার।

৫.১১)রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকমিউনিকেশনস সংস্থা বি. এস. এন. এল. বিপন্ন। মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছেন না ঠিকা কর্মীরা। দুরবস্থা এতই যে, কেন্দ্রীয় সরকার এয়ার ইন্ডিয়ার শেয়ার বেচার চেষ্টা করলেও খদ্দের মেলেনি। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আর ভারতে লগ্নিতে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। সেনসেক্স পড়েছে বিপজ্জনক দ্রুততায়। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। অথচ ছাঁটা হচ্ছে ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ।

৫.১২)রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলেও টান দিচ্ছে মোদী সরকার। ১ কোটি ৭৬ লক্ষ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে মোদী সরকার চলতি বছরে। ব্যাঙ্ক সংযুক্তির নামে আর্থিক ক্ষেত্রকে বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে। সংযুক্তির ফলে ব্যাঙ্ক পরিষেবা সংকুচিত হবে এবং কর্মী ছাটাই হবে। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং ফিক্সড

ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানতে সুদের হার কমানো হচ্ছে কিছুদিন অন্তর। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা।

৫.১৩)কী বেহাল দশা হয়েছে আমাদের দেশের তা কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন থেকেই বোঝা যায়। রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, — বিশ্ব মানবোন্নয়ন সূচকে (২০১৮) ঃ ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩০;

— মাথাপিছু গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিসেবে (বিশ্বব্যাঙ্ক, ২০১৮) ঃ বিশ্বের ১৮১টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৮;

—হ্যাপিনেস ইনডেক্সে (২০১৯) ঃ ভারতের স্থান ১০২। এক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল।

—জাতীয় পুষ্টি সমীক্ষার (ন্যাশনাল নিউট্রিশনাল সার্ভে) রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের দু'বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে মাত্র ৬.৪ শতাংশ ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাবার পায়।

—ইনক্লুসিভ ইন্টারনেট ইনডেক্স (২০১৯) ঃ ভারতের স্থান ১০০টি দেশের মধ্যে ৪৭। ভালোমত পিছিয়ে।

—গ্লোবাল পিস ইনডেক্স (২০১৯) ঃ ভারতের স্থান ১৬৩টি দেশের মধে ১৪১। (ইনস্টিটিউট ফর ইকনমিক্স অ্যান্ড পিস, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া)

৫.১৪)মোদী সরকার এখন তাদের সার্বিক ব্যর্থতা আড়াল করতে তৎপর। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি (২০১৯) পুলওয়ামার জঘন্য সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর. এস. এস. - বিজেপি উগ্র জাত্যাভিমান তৈরির চেষ্টা করে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার-পরিকল্পনাকে মাথায় রেখে। হিন্দুত্ববাদী শক্তি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো দিন অংশ নেয়নি। অথচ, এখন তারাই 'জাতীয়তাবাদ' ও 'দেশপ্রেম'-র মানদন্ড ঠিক করে দিতে চাইছে গায়ের জোরে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বিকৃতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতৃত্বের নামে বল্গাহীন কুৎসা প্রচারও হিন্দুত্ববাদীদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। গান্ধীজী এবং জওহরলাল নেহরুরও এদের হাত থেকে রেহাই নেই। নাথুরাম গডসেকে বানানো হচ্ছে 'দেশপ্রেমী'।

ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিমূলে আঘাত যত বাড়ছে ততই বিশেষভাবে প্রতিকূলতা এবং বিপন্নতা বাড়ছে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন স্পষ্টতই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক বিকাশের প্রশ্নটি এর ফলে আরও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৫.১৫)তবে মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল, হিন্দুত্ববাদীদের বিষাক্ত প্রোপাগান্ডা সত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোদী সরকারের নজিরবিহীন ব্যর্থতা নানা রঙের জিগির তুলে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না।

এরকম অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন ও নীতি প্রত্যাহার, বিলগ্নিকরণ বন্ধ করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকারদের কাজ, আট ঘন্টা শ্রম দিবস, ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা, সমকাজে সমমজুরি, সকল শ্রমিকের পেনশন ও সামাজিক সুরক্ষা সহ ১২ দফা দাবিতে দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও কর্মচারী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ আগামী ৮ জানুয়ারি (২০২০) একদিনের সাধারণ ধর্মঘট পালনের ডাক দিয়েছে।

মোদী সরকারের বিদেশনীতি

৬.১) মোদী সরকারের আমলে ভারতের স্বাধীন বিদেশ নীতি বরবাদ হবার মুখে। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে জাতীয়স্তরে সহমত গড়ে তোলার রীতিও সরকার উপেক্ষা করছে। বিদেশ নীতিকে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব ভূ-স্ট্র্যাটেজিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার লক্ষ্যে। তবে শুধু আমেরিকার ধামাধরা নয়, বিজেপি সরকার আমেরিকার দক্ষিণপন্থী শক্তির নির্লজ্জ ধামাধরা। গত ২৩ সেপ্টেম্বর (২০১৯) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে প্রবাসী ভারতীয়দের একটি সভায় মোদী বক্তা ছিলেন। সেই সভায় রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প উপস্থিত হলে মোদী 'অব কি বার ট্রাম্প সরকার' স্লোগান দেন। আমেরিকায় আগামী বছর ভোট। কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কখনও এ-কাজ করেননি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ব্যবস্থা পশ্চিমী মার্কিন বহুজাতিকগুলির স্বার্থেই। বিদেশি সেনাদের জন্য আমাদের সামরিক পরিকাঠামো ব্যবহারের সুযোগও নিশ্চিত করা হচ্ছে। এতে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে।

৬.২) মোদী সরকার মার্কিন-সহযোগী ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জায়নবাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের গভীর সাযুজ্য দু'দেশের বর্তমান শাসকের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী ২০১৭ সালের ৪-৬ জুলাই ইজরায়েল সফরে যান। বেশ কয়েকটি বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার আগে ২০১৫ সালের অক্টোবরে ভারতের রাষ্ট্রপতিও প্রথমবারের মতো ইজরায়েল সফরে যান। ইজরায়েল থেকে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধাস্ত্র কিনছে ভারত। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে একটি প্যালেস্তিনীয় এন. জি. ও.-র পর্যবেক্ষক মর্যাদা আটকাতে ইজরায়েল সরকারের আনা প্রস্তাবে ভারত সমর্থন জানায়। এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটলো। প্রসঙ্গত দক্ষিণপন্থী লিকুদ পার্টির নেতা ও প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গত নির্বাচনে মোদীর সঙ্গে তাঁর ছবি টাঙিয়ে নির্বাচনী প্রচারে নামেন।

৬.৩) মোদী সরকার ও ভারতের দক্ষিণপন্থী লবিকে সন্তুষ্ট করতে গত জুলাই মাসে (২০১৯) ইজরায়েল, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ভারতকেও 'ন্যাটো' মিত্রের 'মর্যাদা' দিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে। বিলটি এখন মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে পাশ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে জোটের সদস্যপদ পাবে ভারত। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ইতিমধ্যেই ২০১৬'তে ভারতকে 'অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা সহযোগী'-র স্বীকৃতি দিয়েছিল আমেরিকা। এতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতাদের লাভ, ওয়াশিংটনেরও লাভ। বিশেষ করে ভারত মহাসাগর এবং এশিয়ায় মার্কিন রণনীতির অঙ্গ হয়ে উঠছে ভারত। উভয়ের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার পরিধিতে যৌথ সামরিক তৎপরতা, সামরিক অভিযান, পরিকাঠামোগত সাহায্য অন্তর্ভুক্ত।

৬.৪) আমেরিকার ছোট শরিকে পরিণত হবার মাশুলও গুণতে হচ্ছে ইতিমধ্যেই। ইরান এবং ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কিনতে পারবে কি না তা ঠিক করতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের রাশিয়ার কাছ থেকে ট্রায়াম্ফ এস-৪০০ ক্ষেপনাস্ত্র কেনাতেও আমেরিকার আপত্তি। ভারত যাতে বিপুল পরিমাণ মার্কিন সমরাস্ত্রের বরাত দিতে বাধ্য হয়, তার জন্য হুমকি দিচ্ছে ওয়াশিংটন। এমনকি সেদেশে ভারতীয় পণ্যের ওপরে মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 'মধ্যস্থতার' জন্য মার্কিন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর্যুপরি 'প্রস্তাব'-কে খুব নিরীহ মনে করার কারণ নেই। ভারতীয় সাংসদ এবং জাতীয়স্তরের বিরোধী দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্বকে যখন জম্মু-কাশ্মীরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, যখন সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, তখন ইউরোপীয় সংসদের দক্ষিণপন্থী দলগুলির ২৩ জন সদস্যের সফর কেন আয়োজিত হলো তার কোনো জবাব কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। মোদী সরকারের পদক্ষেপ জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গকে আন্তরাষ্ট্রীয় মঞ্চগুলিতে বেশি বেশি আলোচ্য করে তুলছে।

৬.৫) মোদী সরকারের আমলে ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে কার্যত অনুপস্থিত। গত ২৫-২৬ অক্টোবর (২০১৯) আজারবাইজানের বাকু শহরে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ১৮তম শীর্ষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অংশ নেননি। ২০১৬ সালে ভেনেজুয়েলায় অনুষ্ঠিত ন্যাম শীর্ষ বৈঠকেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী যোগ দেননি। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জরুরী কাজও উপেক্ষা করা হচ্ছে। সার্ক-এর মতো আঞ্চলিক মঞ্চগুলিকেও যথাযথ গুরত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

৬.৬) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মোদী সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মঞ্চে উদার গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ভারতের স্বীকৃতি ও মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ মোটেই সুখের কথা নয়।

রাজ্যের পরিস্থিতি

৭.১) পশ্চিমবঙ্গেও বিগত রাজ্য সম্মেলনের পর থেকে পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। একদিকে ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর আক্রমণ, স্বৈরাচার ও নজিরবিহীন দুর্নীতি, অন্যদিকে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, রাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণ সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। শিল্পে কোনো বিনিয়োগ আসছে না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে তিন ভাগের প্রায় দু'ভাগ আসন ফাঁকা। গোটা দেশে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে। লজ্জার কথা যে, বর্তমান রাজ্য সরকারের রেকর্ড আয় মদ বিক্রি থেকে। রাজ্য সরকার উদার একমাত্র সরকারী টাকা উড়িয়ে মোচ্ছবে।

৭.২) বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় প্রশাসন ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শাসক তৃণমূল দলের ভূমিকা একমাত্র ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনীয়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া থেকে শুরু করে ভোটগণনা পুরো প্রক্রিয়ারই দখল নিয়েছিল শাসক দল। বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতার কাঠামো হিসেবে পঞ্চায়েত ও পৌর ব্যবস্থা কার্যত বিপন্ন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার আক্রান্ত। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সোশ্যাল মিডিয়াসহ ইন্টারনেট ব্যবহারে নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার নির্মমভাবে সংকুচিত করা হচ্ছে।

৭.৩) ক্রমহ্রাসমান জনসমর্থন সামলাতে রাজ্যের শাসক দল সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত এমনকি ভাষাগত বিরোধ নিয়ে সংকীর্ণ-রাজনীতির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে আর. এস. এস. - বিজেপির সঙ্গে। 'রামনবমী' পালন, গণেশ পুজো, পুরোহিত সম্মেলন, ঈদের জমায়েতে রাজনৈতিক ভাষণ চলছে পুরোদমে। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তির উর্বর জমি তৈরি করছে রাজ্যের শাসক দল। গত ৫-৬ আগস্ট (২০১৯) সংসদে ৩৭০ ধারা প্রসঙ্গে সবাই দেখেছেন কীভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটাভুটিতে অংশ না নিয়ে বিজেপি সরকারের সুবিধা করে দেয়। অনেকেরই মনে পড়ে যায়, বাংলাদেশী

'অনুপ্রবেশ' প্রসঙ্গে লোকসভায় ২০০৫ সালের ৪ আগস্ট হৈ-চৈ করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তখন তিনি বিজেপি জোটের শরিক।

৭.৪) পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফয়দা লুটতে নেমে পড়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮ টি আসন পেয়েছে বাংলা থেকে। রাজ্যে নৈরাজ্যের পরিবেশের মধ্যেই ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করছে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি। সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা বাড়ছে সংখ্যালঘু মৌলবাদেরও।

৭.৫) আসামকে বিপর্যস্ত করার পর আর. এস. এস. - বিজেপি এখন পশ্চিমবঙ্গেও এন. আর. সি. চালু করার সরাসরি হুমকি দিচ্ছে। এন. আর. সি.-র নাম করে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে আরও বল্গাহীন করে হিন্দুত্ববাদীরা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চায়। গোটা দেশে তারা এন আর সি চালু করতে চায়।

৭.৬) আসামে এন. আর. সি. নিয়ে প্রথম প্রথম হৈ-চৈ করলেও গত ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর (২০১৯) দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর এন. আর. সি. নিয়ে তথাকথিত 'আতঙ্ক' ছড়ানোর বিরোধিতা শুরু করছে তৃণমূল সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচার যারা এন. আর. সি. চায় তাদের পছন্দসই।

৭.৭) সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে কোনঠাসা করতে চায়। রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পিত চেষ্টা চলছে। এ. আই. পি. এস. ও. সব ধরণের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সমবেত করার কাজ করবে।

৭.৮) তবে ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে তৃণমূল সরকার। ছাত্র, যুব, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা সমাজের সব অংশই এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এ. আই. পি. এস. ও.-র কার্যকলাপ প্রসারিত করার সুযোগ বেড়েছে।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন : আজকের সময়ে

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন - পরিধি ও প্রেক্ষাপট

৮.১) শান্তি ও সংহতি আন্দোলন কোন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে তা নিয়ে এ. আই. পি. এস. ও.-র সদস্যদের মধ্যেও প্রশ্ন রয়েছে। সন্দেহ নেই প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বা সামরিক সংঘর্ষের বিরোধিতা করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করা শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের কাজ। তবে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বা সংঘাতের বিরোধিতা করলেই কাজ শেষ হয় না। কারণ যুদ্ধ হচ্ছে না মানেই এই নয় যে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করছে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে সংগ্রাম চালাতে হয় যুদ্ধের কারণগুলির মোকাবিলায়। সুস্থায়ী মানবোন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলির বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম চালাতে হয় শান্তি আন্দোলনকে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ, মৌলবাদী হিংসা, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক স্বৈরাচার, কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক জোট, সংকীর্ণ পরিচিতি সত্ত্বা, বর্ণবৈষম্য, জায়নবাদ, সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ক্ষুধা, দারিদ্র, লিঙ্গবৈষম্য, এল জিবিটিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য —এসবের বিরুদ্ধেও শান্তি আন্দোলন বিশ্বজুড়ে সরব। শান্তি আন্দোলনকে মানবাধিকার রক্ষা, তথ্যের অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকারের স্বার্থে দাঁড়াতে হয়। পরিবেশ রক্ষার পক্ষেও শান্তি আন্দোলনকে লড়তে হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে বহুমেরুত্বের প্রবণতাগুলির পাশে দাঁড়ানো শান্তি আন্দোলনের কর্তব্য। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি শাসিত সাম্রাজ্যবাদী নয়া উদারবাদী নীতি এবং বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

পরস্পর-নির্ভর আধুনিক পৃথিবীতে শান্তি আন্দোলন নিজের দেশের মধ্যে সংগ্রামের পাশাপাশি বিশ্বের সর্বত্র মানুষের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানায়। শান্তি এবং সংহতি আন্দোলন মূলগতভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদী।

৮.২) সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার বিগত সর্বভারতীয় সম্মেলনের (তিরুবনন্তপুরম, কেরালা, ২০১৭-র ২০-২১ জানুয়ারি) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৮ ফেব্রুয়ারি (২০১৯) নয়াদিল্লিতে সর্বভারতীয় জেনারেল কাউন্সিলের বৈঠক থেকে সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির নতুন সময়োপযোগী গঠনতন্ত্র (কনস্টিটিউশন) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নতুন সময়োপযোগী গঠনতন্ত্রে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ক) সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ এবং ষড়যন্ত্র এবং নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক আক্রমনের হাত থেকে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষায় এবং ভারতের স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে কাজ করতে সকল দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও শক্তিকামী শক্তির সাথে সহযোগিতা জোরদার করা;

খ) ভারতীয় সংবিধান, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চরিত্র এবং জাতীয় সংহতি ও ঐক্য রক্ষায় ভারতীয় জনগণকে সমবেত করা;

গ) শান্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং প্রগতির পক্ষে সংগ্রামরত বিশ্বের সকল মানুষের সাথে সংহতি গড়ে তোলা; নয়া উদারবাদ, বর্ণবাদ, ধর্মীয়, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংগ্রামরত বিশ্বের সকল মানুষের সাথে সংহতি গড়ে তোলা;

ঘ) গণবিধ্বংসী অস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র, আন্তঃস্থানিক অস্ত্র নির্মূল সহ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন, সকল যুদ্ধের অবসান, নিরস্ত্রীকরণের জন্য এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো;

ঙ) জোটনিরপেক্ষ, শান্তি ও স্বাধীনতাপ্রেমী দেশসমূহ, বিশেষত আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সকল ক্ষেত্রে ভারতের মৈত্রী এবং সহযোগিতা জোরদার করার জন্য কাজ করা;

চ) বিশ্ব শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদানের মাধ্যমে বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির মধ্যে ঐক্য জোরদার করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো;

ছ) সকল মানবাধিকার মেনে চলার বিষয়কে উর্ধে তুলে ধরা, অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার, মহিলাদের অধিকার, শিশুদের অধিকার, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার, এল-জি-বি-টি-কিউ, প্রতিবন্ধী অধিকার, সুস্থায়ী উন্নয়নের অধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদগুলি মেনে চলার বিষয়কে উর্ধে তুলে ধরা, এবং এই জাতীয় সমস্ত অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া;

জ) বাস্তুতন্ত্র, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ, এবং দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে এবং সচেতনতা সৃষ্টি করে পৃথিবীকে তার সম্পদ লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা করা;

ঝ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়নের সুফল যাতে প্রকৃতই সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ সাধন করে এবং তা যেন মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘৃণাসঞ্চার, শত্রুতা এবং বিভাজন সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত না হয় সেজন্য প্রচেষ্টা চালানো;

ঞ) সুস্থায়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য এবং বৈষম্য, ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং পাঠক্রমে শান্তি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তির জন্য জনমত সংগঠিত করা।

নতুন প্রতিকূলতার মুখে

৮.৩) শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে আজকের পরিস্থিতি সত্যিই আগের মতে নেই। নয়া উদারবাদের প্রভাবে শুধু অর্থব্যবস্থা নয়, সামাজিক রাজনৈতিক পরিসরেও যেন এক ধরণের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের শাসক শ্রেণী নয়া উদারবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষতা, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা, সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ বিরোধিতা, প্যালেস্টাইন সংহতির মতো প্রশ্নে অনেক পিছু হটে গেছে। মোদী সরকার তো আমেরিকার ঘনিষ্ঠ হতে তৎপর। ফলে, অতীতে অন্তত বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ন্যূনতম সহমত গড়ে তোলার যে রীতি ছিল তা এখন হচ্ছে না। রাজনীতিহীনতার পরিবেশ উগ্র 'দেশপ্রেম' এবং শাসকের পরিকল্পিত যুদ্ধ জিগিরের সমর্থনে নাগরিকদের, এমনকি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একাংশকেও ঠেলে দিচ্ছে। উগ্র 'দেশপ্রেম' যদি মুদ্রার এপিঠ হয় তবে উগ্র প্রাদেশিকতা মুদ্রার ওপিঠ। তারা যেমন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ তেমনই ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হস্তক্ষেপ নিয়ে উদাসীন। জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে বিকল্প মতের প্রায় কোন স্থান নেই। নয়া উদারবাদ অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে চায় সাম্রাজ্যবাদ এবং তার মোকবিলার জরুরী প্রশ্নটিকে। সামগ্রিক এই কাঠামোগত পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনেও। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে একদা সহযোগীদের একাংশ এখন হয় দ্বিধান্বিত, নয় আত্মবিচ্ছিন্ন অথবা বিরোধী ভূমিকায়।

নতুন প্রাসঙ্গিকতা

৮.৪) আবার একদিকে প্রতিকূলতা আগের চেয়ে বেশি হলেও, অন্যদিকে নতুন নতুন অংশের ক্রমশ বেশি সংখ্যক মানুষ নয়া উদারবাদী ব্যবস্থায় বিপন্ন হচ্ছে এবং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে চলে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা আগের চেয়ে বেশি। সাম্রাজ্যবাদী নয়া উদারবাদের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করে শান্তি-সংহতি আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি সম্ভব।

৮.৫) তবে, এ. আই. পি. এস. ও.-র মতো একটি বহু-প্রবণতা-সম্পন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনে সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি-অর্থনীতি সম্পর্কে আগাম সচেতনতা নিয়ে সবাই যোগ দেন না। আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতি আত্মস্থ করেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে চাই নিরন্তর মত বিনিময়। ধৈর্য ধরে লাগাতার কাজের কোনো বিকল্প নেই।

সাংগঠনিক কাজকর্ম

৯.১) গত রাজ্য সম্মেলনের পর নতুন রাজ্য কমিটিকে রাজ্যের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যে আরও সক্রিয় হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক

৯.২) রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক আগের চেয়ে বেড়েছে। এর অভিজ্ঞতা ইতিবাচক। ২০১৭ সালের ২৫ মে তারিখে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক মোটামুটিভাবে মাসে একবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (*দেখুন-পরিশিষ্ট-১*) বিগত রাজ্য সম্মেলনের পর রাজ্য দপ্তরের সমস্যার কিছুটা সুরাহা করা গেছে। সপ্তাহে দু'দিন (বৃহস্পতিবার ও শনিবার) সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময় দপ্তর খোলা রাখা সম্ভব হয়েছে।

সদস্য সংগ্রহ

১০.১) গত রাজ্য সম্মেলনে অনেক আলোচনা সত্ত্বেও সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকর করতে পারিনি। নতুন কমিটিকে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের কাজটি প্রতি বছরের সুনির্দিষ্ট কাজ। প্রতি বছর ১৫ মে থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর সভ্য সংগ্রহ করা ও সভ্যপদ পুনর্নবীকরণের সময়সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১০.২) এ. আই. পি. এস. ও.-র রাজ্য স্তরে গোড়া থেকেই সাংগঠনিক সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন গণসংগঠনকে যুক্ত করা হয়েছে। গণসংগঠনগুলি যাতে প্রতি বছর সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ২০১৯ সালে যে যে গণসংগঠন এ. আই. পি. এস. ও.-র সংগঠনগত সদস্য হয়েছে তার তালিকা প্রতিবেদনের পরিশিষ্টাংশে (*দেখুন-পরিশিষ্ট-২*) দেওয়া হয়েছে।

১০.৩) রাজ্য সম্মেলন সদস্য-গণসংগঠনগুলিকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। তাদের অংশগ্রহণ এ. আই. পি. এস. ও.-কে সমৃদ্ধ করেছে। তবে শুধু সদস্য চাঁদা সংগ্রহ করা নয়, সদস্য-সংগঠনগুলির সদস্য সংগঠকরা যেন শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন সে ব্যাপারে এ. আই. পি. এস. ও. রাজ্য কমিটিকে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে।

১০.৪) রাজ্য স্তরে সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সদস্য সংগ্রহের ওপর আরও বেশি জোর দিতে হবে। বার্ষিক ও আজীবন—উভয় ক্ষেত্রেই। জেলায় জেলায় সংগঠন প্রসারিত হলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে আশা করা যায়। জেলা স্তরে ও শাখাস্তরে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সদস্য (বার্ষিক ও আজীবন) সংগ্রহ করা যাবে। সংগঠনগত সদস্য করবে শুধুমাত্র রাজ্য কমিটি।

আর্থিক তহবিল

১১.১) রাজ্য কমিটির আর্থিক অবস্থা কোনোক্রমেই সন্তোষজনক বলা যায় না। এক্ষেত্রেও রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত রয়ে গেছে কাগজে-কলমে। আর্থিক তহবিল বাড়েনি, বরং কমেছে। নিয়মিত কর্মসূচী পালনের খরচা প্রতিদিন বাড়ছে। অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি সাংগঠনিক কর্মতৎপরতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করেই এই খামতি আমাদের পূরণ করতে হবে। জেলা কমিটি/জেলা প্রস্তুতি কমিটি এবং রাজ্য কমিটিকে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। সংগঠনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না করতে পারলে সক্রিয়তা বাড়ানো কথার কথাই থেকে যাবে।

রাজ্য স্তরে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা

১১.২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার ভূমিকা কাজকর্ম সংগঠনের সর্বভারতীয় স্তরে বারবার প্রশংসিত হয়েছে। রাজ্য শাখার প্রতিনিধিরা সর্বভারতীয় কর্মসূচীতে নিয়মিত অংশ নিয়েছেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন

করেছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে আয়োজিত কর্মসূচীগুলিতেও শান্তি ও সংহতি সংগঠনের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি দলের হয়ে রাজ্য শাখার নেতৃত্ব/সংগঠকরা নিয়মিত অংশ নিয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

১১.৩) বিগত রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে নিয়মিত কর্মসূচী পালনে সংগঠন জোর দিয়েছে (*দেখুন পরিশিষ্ট - ৩*)। বিভিন্ন সময়ে তাৎক্ষণিক ঘটনার ভিত্তিতে মিছিল, অর্থসংগ্রহ, মিটিং, আলোচনা চক্রের মতো কর্মসূচী সংগঠিত করা হয়েছে। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে সংগঠনের কাজে যুক্ত করা গেছে। কয়েকটি নতুন গণসংগঠনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কর্মসূচী পালনে বৈচিত্র্য সামান্য হলেও বেড়েছে। কিছু প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে জনসমাবেশ ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। কিশোর কিশোরীদের মধ্যেও বিশ্বশান্তির প্রসঙ্গ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

১১.৪) 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা'-র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করা গেছে। ২০১৮-র ১৮ জুলাই ম্যান্ডেলার জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ফোল্ডার যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

১১.৫) রাজ্য কমিটি বছরের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ দিনকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছে (*দেখুন-পরিশিষ্ট-৪*)। এর মধ্যে কয়েকটি দিন রাজ্য অথবা/এবং জেলাস্তরে আমরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, বিষয়গুলির তাৎপর্য সম্পর্কে এবং আমাদের সংগঠনের কাজের পরিধি সম্পর্কে ধারণা পেতে অন্যদের সাহায্য করা।

রাজ্য স্তরে সংগঠনের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা

১১.৬) দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে আমরা সংগঠনের যে দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করেছিলাম তৃতীয় সম্মেলনেও সেই দুর্বলতাগুলি অনেকটাই রয়ে গেছে। যেমনঃ

(ক) রাজ্য কমিটির সব সদস্যকে সক্রিয় করে তোলার কাজে ঘাটতি। (খ) সাংগঠনিক তৎপরতায় ধারাবাহিকতার অভাব। কর্মসূচী এখনও মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক। (গ) সদস্য-সংগঠনগুলিকে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগের ঘাটতি। (ঘ) কর্মসূচী পালনে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টায় প্রত্যাশিত সাফল্য এখনও আনা যায়নি। (ঙ) সদস্যদের মধ্যে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সম্পর্কে যথাযথ ধারণার ঘাটতি। (চ) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী বা রাজ্য কমিটির বৈঠকের সংখ্যা বাড়লেও উপিস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়। (ছ) রাজ্য সাব কমিটিগুলির সক্রিয়তা এখনও অধরা। শুধুমাত্র প্রোগ্রাম সাব কমিটির বৈঠক হয়েছে বেশ কয়েকটি। (জ) সংগঠনে তরুণ তরুণীদের অংশগ্রহণে ঘাটতি। মহিলাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। (ঝ) রাজ্য কেন্দ্রে অফিসের পরিকাঠামো এখনও বেশ দুর্বল। (ঞ) বহু সিদ্ধান্ত সত্বেও সংগঠনের আর্থিক দুরবস্থা কাটানো যায়নি। (ট) রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইটটি নিয়মিত আপডেট করায় ঘাটতি। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে ঘাটতি। তবে ফেসবুক পেজের 'রিচ' গত সম্মেলনের পর অনেকটাই বেড়েছে। (ঠ) রাজ্য কমিটির বুলেটিন 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা'-র প্রকাশনা অনিয়মিত।

জেলা স্তরে সংগঠন

১১.৭) গত রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে এব্যাপারে কিছুটা হলেও অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। গত ২০১৮ সালের ২২ জুলাই জেলা সম্মেলন থেকে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার হাওড়া জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জেলা কনভেনশন থেকে হাওড়া

জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। হাওড়ায় সংগঠনের সক্রিয়তা বাড়াতে হবে। সুখের কথা, সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণা (১৬ নভেম্বর ২০১৯), হুগলি (১২ ডিসেম্বর ২০১৯) ও নদীয়ায় ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ জেলাস্তরে কনভেনশন করে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। সাংগঠনিক তৎপরতাও শুরু হয়েছে। রাজ্য সম্মেলন নবগঠিত জেলা কমিটি ও জেলাপ্রস্তুতি কমিটিগুলিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১১.৮) জেলাস্তরে সাংগঠনিক কাঠামো প্রসারিত করার ব্যাপারে রাজ্য সম্মেলনের পর সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। ইতিমধ্যে গঠিত জেলাপ্রস্তুতি কমিটিগুলি আগামী এক বছরের মধ্যেই জেলা সম্মেলন করে জেলা কমিটি গঠন করতে পারবে বলে রাজ্য সম্মেলন আশাবাদী।

১১.৯) ন্যূনতম ১০০ জন সদস্য সংগ্রহ করা গেলে জেলা কনভেনশন করে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা সম্ভব। জেলা প্রস্তুতি কমিটিগুলিতে তিনজন আহ্বায়ক থাকবেন, তাঁদের মধ্যে একজন আহ্বায়ক (সমন্বয়ক / কোঅর্ডিনেটর) হবেন। জেলা কমিটি গঠিত হলে তিনজন সম্পাদক থাকবেন, তাঁদের মধ্যে একজন হবেন সম্পাদক (সমন্বয়ক / কোঅর্ডিনেটর)। জেলাস্তরে জেলা কমিটির নিচে আপাতত আর একটি মাত্র স্তর (শাখা কমিটি) থাকবে। জেলাস্তরের মতো শাখাস্তরেও প্রথমে কনভেনশনের ভিত্তিতে শাখা প্রস্তুতি কমিটি, তারপর সম্মেলনের ভিত্তিতে শাখা কমিটি গঠন করা যাবে। শাখাস্তরে ন্যূনতম ২০ জন সদস্য থাকতে হবে। শাখা গঠিত হবে জেলা প্রস্তুতি কমিটি / জেলা কমিটির সুপারিশ এবং রাজ্য কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে। প্রাথমিকভাবে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী অনুমোদন দিতে পারবে রাজ্য কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে।

আগামী দিনের কাজ

১২.১) বিগত তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন রাজ্য কমিটিকে আগামী দিনে যে কাজগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে—

- জেলাস্তরে সাংগঠনিক কাঠামো প্রসারিত করা। বাকি জেলাগুলিতে যথাসত্বর জেলা কনভেনশন করে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা। আগামী এক বছরের মধ্যেই জেলা সম্মেলন করে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠন করতে হবে। আগামী রাজ্য সম্মেলন যেন সব জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজন করা সম্ভব হয়।
- প্রচারের কাজে অনলাইন মাধ্যমের পূর্ণ সদ্ব্যবহার। এর জন্য একটি কার্যকর টিম গঠন করা। রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা। ওয়বেসাইটকে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সংক্রান্ত তথ্যের ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ফেসবুক, ট্যুইটার ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ডিজিটাল মিডিয়া আমাদের সংগঠনের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে। রাজ্য কমিটি একটি ইউ-টিউব চ্যানেল চালু করার উদ্যোগ নেবে। বিষয় অনুযায়ী চলচ্চিত্র, বিশেষ তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হবে।
- নতুন রাজ্য কমিটি সাব-কমিটিগুলি (অর্থ এবং সদস্য সংগ্রহ সাব কমিটি, প্রোগ্রাম সাব কমিটি, প্রকাশনা ও বুলেটিন সাব কমিটি, দপ্তর সাব-কমিটি এবং ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া সাব কমিটি) পুনর্গঠন করবে। সাব কমিটিগুলির কাজের রিপোর্ট রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর মাধ্যমে রাজ্য কমিটির বৈঠকে লিখিতভাবে পেশ করতে হবে।

- প্রতি বছর ১৫ মে থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন সভ্য সংগ্রহ করা ও সভ্যপদ পুনর্নবীকরণের কাজ শেষ করতে হবে। সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- সপ্তাহে ন্যূনতম দু'দিন রাজ্য কমিটির দপ্তর নির্দিষ্ট সময় খোলা রাখা হবে। প্রতি মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক হবে। রাজ্য কমিটির বৈঠক অন্ততপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার করার চেষ্টা করতে হবে। রাজ্য কেন্দ্রে পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে।
- কলকাতার পাশাপাশি জেলাগুলিতেও বিশেষত গ্রামাঞ্চলে কর্মসূচী পালন করতে হবে। প্রচার কর্মসূচীতে আরও বৈচিত্র্য আনতে হবে। নতুন অংশকে যুক্ত করতে তা সহায়ক হবে। ছাত্রছাত্রী কিশোর কিশোরীদের মধ্যে নানা ধরণের কর্মসূচীর মাধ্যমে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের মূল বিষয়গুলি তুলে ধরতে হবে। এব্যাপারে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- সদস্য-গণসংগঠনগুলির সঙ্গে আমাদের জীবন্ত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। সংগঠনগুলির সঙ্গে নিয়মিত মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়েরও উদ্যোগ নেওয়া হবে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে গণসংগঠনগুলির সাধারণ সদস্যদের আগ্রহ এবং সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সদস্য-গণসংগঠনগুলির মুখপত্রগুলিতে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের খবরাখবর আরও বেশি কভারেজ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যোগান দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।
- 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা'-র নিয়মিত প্রকাশনা নিশ্চিত করতে হবে। শান্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হবে।
- সংগঠনের আর্থিক সামর্থ্য বাড়াতে নতুন রাজ্য কমিটি নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।
- রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব বন্টন করা হবে। সদস্য গণসংগঠনগুলির সঙ্গে এ. আই. পি. এস. ও. রাজ্য কমিটির তরফে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রাজ্য সম্পাদমন্ডলীর অন্তত একজন সদস্যকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হবে।
- এ. আই. পি. এস. ও.-র কাজকর্মে নির্দিষ্টভাবে সময় দিতে পারবেন এমন সদস্যদের চিহ্নিত করে রাজ্য কমিটিতে বাড়তি দায়িত্ব দিতে হবে। সংগঠন পরিচালনায় বয়সে নবীনদের এবং মহিলাদের আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে।

যে বিষয়গুলি প্রচার কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার পাবে

১২.২) বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট এবং শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জগুলি বিবেচনা করে রাজ্যে প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিসহ কতগুলি বিষয়কে নতুন রাজ্য কমিটি অগ্রাধিকার দেবে। যেমনঃ

- পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার নতুন বিপদের বিরোধিতা।
- রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরোধিতা।
- জাতীয় স্বার্থে স্বাধীন বিদেশ নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।
- সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষার দাবিতে জনমত গড়ে তোলা।
- জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে জনমত সংগঠিত করা।
- নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এন আর সি এবং এন আর পি প্রত্যাহারের দাবিতে জনমত গঠন করা।

- সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।
- ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪এ ধারা, ইউ. এ. পি. এ. ইত্যাদির অপব্যবহারের বিরোধিতা করা।

১২.৩) নতুন রাজ্য কমিটি প্রতি বছর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা আয়োজন করবে। নতুন রাজ্য কমিটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন, মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচীর আয়োজন করবে। রমেশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচীর আয়োজন করবে।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন জিন্দাবাদ

এ. আই. পি. এস. ও. জিন্দাবাদ

অভিনন্দন সহ

সম্পাদকমণ্ডলী

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

পরিশিষ্ট-১

বিগত রাজ্য কমিটি এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক

রাজ্য কমিটির বৈঠক ঃ

২৯ জুন ২০১৭; ২৪ মার্চ, ২০১৮; ১০ নভেম্বর ২০১৮; ২১ জানুয়ারি ২০১৯; ৩ আগস্ট ২০১৯; ১৫ নভেম্বর; ২০১৯

রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক ঃ

২০১৭ ঃ ২৫মে; ২২ জুন; ২০ জুলাই; ২৪ আগস্ট; ২৬ অক্টোবর; ২৩ নভেম্বর;

২০১৮ ঃ ১৮ জানুয়ারি; ২২ ফেব্রুয়ারি; ২৬ এপ্রিল; ২৪ মে; ২৮ জুন; ২৩ আগস্ট; ২৭ সেপ্টেম্বর; ২২ নভেম্বর;

২০১৯ ঃ ৭ মার্চ; ১৩ জুন; ২২ আগস্ট; ২১ সেপ্টেম্বর; ৩১ অক্টোবর; ২৯ নভেম্বর

পরিশিষ্ট-২

রাজ্যে সদস্য-সংগঠনের তালিকা ২০১৯

১) সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সি আই টি ইউ)
২) সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৩) সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৪) ইস্টার্ণ জোন ইনসিওরেন্স এমপ্লয়ীজ অ্যাসোশিয়েশন
৫) নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (এ. বি. পি. টি. এ.)
৬) অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

৭) ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল
৮) জনবাদী লেখক সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৯) পশ্চিমঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন
১০) ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ
১১) ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
১২) ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
১৩) ওয়েস্টবেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি রিটায়ার্ড টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন
১৪) সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউ. সি. আর. সি.)
১৫) কিশোর বাহিনী
১৬) বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোশিয়েশন
১৭) রেভলিউশনারি ইয়ুথ ফ্রন্ট (আর. ওয়াই. এফ)
১৮) বি. এস. এন. এল. এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন-ওয়েস্ট বেঙ্গল টেলিকম সার্কেল
১৯) রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি
২০) অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ
২১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত কমিটি
২২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়ন
২৩) ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (টি ইউ সি সি)
২৪) আওয়াজ
২৫) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা (বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট)
২৬) পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি
২৭) পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ
২৮) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা (হরেকৃষ্ণ কোঙার ভবন)
১৯) পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি
৩০) আই পি সি এ, কলকাতা জেলা কমিটি
৩১) এ আই টি ইউ সি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ
৩২) এ আই ওয়াই এফ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ
৩৩) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এ বি টি এ)
৩৪) কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন/অ্যাসোসিয়েশন
৩৫) কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন
৩৬) অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট-৩

দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে (২০১৭-২০১৯) অনুষ্ঠিত কর্মসূচী

২০১৭

২০-২১ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ- কেরালার তিরুবনন্তপুরমে এ. আই. পি. এস. ও.-র জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারই বিজয়ন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন—রবীন দেব, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, ড. স্বপ্না মুখার্জি, জ্যোতিময়ী শিকদার, অনন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তকুমার মুখার্জি, মৌসুমী রায়, ড. প্রদীপ দত্তগুপ্ত, উৎপল দত্ত, অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈবাল চাট্যার্জি, শুভম ব্যানার্জি, ভাস্কর চ্যাটার্জি, সুফল পাল, শতরূপ ঘোষ, সৃজন ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর মজুমদার, কুনাল বাগচী, রাজীব ব্যানার্জি, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

৮-৯ এপ্রিল ২০১৭ ঃ- ফিলিপাইনসের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত অষ্টম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন্যাল কিউবা সলিডারিটি কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক তরুণ পাত্র।

১১ এপ্রিল ২০১৭ ঃ- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এবং কিউবা সংহতি সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ আয়োজিত মতবিনিময় সভা—'ফিদেলের পথে'। অংশ নেন কিউবার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক শ্রীমতী মার্তা রোজার্স রডরিগজ এবং কিউবান ইনস্টিটিউট ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ দ্য পিপলসের শ্রীমতী একসেনিয়া কালজাদো রোজা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

১৯মে ২০১৭ ঃ- সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মহান নেতা হো চি মিনের ১২৭তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে কলকাতার আই. টি. সি. পার্কে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি একটি সভার আয়োজন করে। নয়াদিল্লিস্থ ভিয়েতনাম দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে শ্রীমতী ভন থি আন ফঙ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গীতেশ শর্মা, রবীন দেব, অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ, প্রদীপ মুখার্জি, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিধান মজুমদার, পিলু ভট্টাচার্য, প্রদীপ রায়চৌধুরী, পীযুষ ধর। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রাবণী সেনগুপ্ত।

২৬ জুলাই ২০১৭ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৬ জুলাই ২০১৭ ভিক্টোরিয়া কলেজের কেশব মেমোরিয়াল হলে মনকাডা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সভা আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন। 'আজকের বিশ্বে আগ্রাসী আধিপত্যবাদ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মানব মুখার্জি এবং অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রীণা দেব। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

২১ আগস্ট ২০১৭ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগ 'স্বাধীনতার ৭০ বৎসর' উদযাপন উপলক্ষে রাণুছায়া মঞ্চে অনুষ্ঠিত সভা। অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার সত্তর বছর' বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ, মনোজ ভট্টাচার্য, সোমনাথ ভট্টাচার্য। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কঙ্কন ভট্টাচার্য।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ- আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে বামপন্থী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ডাকে আয়োজিত মহামিছিলে এ. আই. পি. এস. ও.-র সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। মৌলালির কাছে রামলীলা পার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়ে যায় দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত।

১৪ নভেম্বর ২০১৭ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে। বিষয়— ভারতের সমন্বয়ী সংস্কৃতি: প্রসঙ্গ তাজমহল। বক্তা অধ্যাপক অমিত দে। সভাপতি অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

২৯ নভেম্বর ২০১৭ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উদ্‌যাপন। স্থান ঃ মৌলালি মোড়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তব্য রাখেন মনোজ ভট্টাচার্য, কনীনীকা ঘোষ বোস, প্রবীর দেব, আর্শাদ আলি প্রমুখ। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন কঙ্কন ভট্টাচার্য। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার শুরুতে প্রস্তাব পেশ করেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

৭-৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ঃ- মনিপুরের ইম্ফলে অনুষ্ঠিত হয় এ. আই. পি. এস. ও.-র সর্বভারতীয় একজিকিউটিভ বৈঠক। এ. আই. পি. এস. ও.-র মনিপুর রাজ্য কমিটি অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়। ইম্ফলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যোগ দেন রবীন দেব, শ্রীকুমার মুখার্জি, জ্যোতির্ময়ী শিকদার, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য, জয়ন্ত মুখার্জি, প্রদীপ দত্তগুপ্ত, উৎপল দত্ত, মৌসুমী রায়, কুনাল বাগচী। বৈঠকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংগঠনের গঠনতন্ত্র সময়োপযোগী করার সিদ্ধান্তও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বৈঠকে পশ্চিবঙ্গে সংগঠনের কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

২১ ডিসেম্বর ২০১৭ ঃ- মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইজরায়েলী রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রতিবাদে রাণু-ছায়া মঞ্চে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উদযাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ শ্যামল চক্রবর্তী, সমর চক্রবর্তী, হাফিজ আলম সৈরানি, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রাবণী সেনগুপ্ত ও রজত বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৮

৩০ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ- সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা দিবসে 'সম্প্রীতির উত্তরাধিকার ও আজকের ভারত' শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় বালি সাধারণ পাঠাগারের সভাঘরে। আলোচনাচক্রে অংশ নেন আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত বালি-নিবাসী বিশিষ্ট লেখিকা সুনন্দা সিকদার, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. ফুয়াদ হালিম এবং এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের শিল্পী অনুশ্রী ভট্টাচার্য ও সৈকত ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা। মনীষ দেব, বিমল লাহিড়ী ও অরুণ পাল সভার আহ্বায়ক ছিলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মনীষ দেব সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

৩ মে ২০১৮ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে লোকগণশিল্পী পিট সিগারের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয় কলকাতায় রাণুছায়া মঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নৈহাটির অগ্নিবীণার শিল্পীরা। গণসঙ্গীত শিল্পী কঙ্কন ভট্টাচার্য পিট সিগারের স্মৃতিচারণার সঙ্গে তাঁর গানের বঙ্গানুবাদ পরিবেশন করেন। রজত বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি করে শোনান পিট সিগারের লেখা। ক্যালকাটা কয়্যারের শিল্পীদের নিয়ে অনেকগুলি গান পরিবেশন করেন কল্যান সেন বরাট। গানে গানে পিট সিগারকে শ্রদ্ধা জানান কাজী কামাল নাসের। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

১৯ মে ২০১৮ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে হো চি মিনের জন্মদিবস উপলক্ষে কলকাতায় আই. টি. সি. পার্কে হো-চি-মিনের মর্মর মূর্তির পাশে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, শিক্ষক নেতা সমর চক্রবর্তী, প্রাক্তন সাংসদ মনোজ ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ রায় চৌধুরী, কঙ্কন ভট্টাচার্য, মন্দিরা ভট্টাচার্য। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রজত বন্দ্যোপাধ্যায় ও

সোমা চন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। জনসমাবেশ ছিল চোখে পড়ার মতো।
১৮ জুলাই ২০১৮ ঃ- নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে জনসভা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। ভিড় ঠাসা হলে বক্তব্য রাখেন প্রকাশ কারাত। স্বাগত ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মৌসুমী রায়, কঙ্কন ভট্টাচার্য, মন্দিরা ভট্টাচার্য।
২২ জুলাই ২০১৮ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও.-র প্রথম হাওড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া ময়দানের কাছে আই. এম. এ. হলে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি জেলা কনভেনশন থেকে সংগঠনের হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন থেকে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন পীযুষ দাশগুপ্ত, অরুণকুমার পাল ও ডা. শম্ভু দাস।
২৬ জুলাই ২০১৮ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনের সভাঘরে মনকাডা দিবস উদযাপন। বক্তব্য রাখেন ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী, রবীন দেব। স্বাগত ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রাবণী সেনগুপ্ত।
২৭-২৮ জুলাই ২০১৮ ঃ- নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক বৈঠক। বৈঠকে যোগদানকারী এ. আই. পি. এস. ও. প্রতিনিধিদলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য, ড. প্রদীপ দত্তগুপ্ত ও মৌসুমী রায়।
৭ আগস্ট ২০১৮ ঃ- ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোর ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে এ. আই. পি. এস. ও. হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত প্রতিবাদ মিছিল হাওড়া শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।
২৫ আগস্ট ২০১৮ ঃ- কেরালায় বন্যা কবলিত মানুষের জন্য এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে অর্থ সংগ্রহ। সংগৃহীত অর্থ কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করা হয়।
১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ- কলকাতায় অনুষ্ঠিত শান্তি মিছিলে এ. আই. পি. এস. ও. সদস্যরা অংশগ্রহণ। এ. আই. পি. এস. ও. হাওড়া জেলা কমিটি একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো নিয়ে মহামিছিলে যোগ দেয়।
২৯ নভেম্বর ২০১৮ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় মৌলালী মোড়ে আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উপলক্ষে জনসভা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন মানব মুখার্জি, অধ্যাপক সুস্নাত দাশ, আরশাদ আলি। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের সৃষ্টি শাখার শিল্পীরা। স্বাগত ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

২০১৯

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঃ- নয়াদিল্লিতে মন্ডলঙ্কর হলে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার জাতীয় কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ৩৮ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। কনভেনশনের বিষয় ছিল—'স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও সংবিধান রক্ষার সমর্থনে এবং স্বাধীন বিদেশ নীতির প্রয়োজনীয়তা'। জাতীয় কনভেনশন থেকে একটি প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঃ- নয়াদিল্লিতে দীনদয়াল মার্গের নারায়ণ দত্ত তেওয়ারি ভবনে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার জেনারেল কাউন্সিল বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট সদস্যরা অংশ নেন। জেনারেল কাউন্সিল বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে আগামী ফেব্রুয়ারি (২০২০ সাল) মাসে এ. আই. পি. এস. ও.-র জাতীয়

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে আয়োজন করতে হবে রাজ্য সম্মেলনগুলি। জেনারেল কাউন্সিল বৈঠকে এ. আই. পি. এস. ও.-র নতুন গঠনতন্ত্র সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এছাড়াও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয়। অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল বসু প্রেসিডিয়ামের সদস্যপদে নির্বাচিত হন। নতুন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন ডেপুটি সাধারণ সম্পাদক আর অরুণকুমার। ডেপুটি সাধারণ সম্পাদক পদে নতুন নির্বাচিত হন প্রফেসর সি সদাশিব।

১৮ মার্চ ২০১৯ ঃ- 'নয়া উদারবাদের মোকাবিলায় বলিভারীয় বিকল্প / ভেনেজুয়েলার পাশে কলকাতা / গান-কবিতা-মতবিনিময়ে সংহতি' শীর্ষক অনুষ্ঠান পালিত হয় এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাণু ছায়া মঞ্চে। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী, অধ্যাপক সুশ্নাত দাশ। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ রায়চৌধুরী, সঙ্গীতা রায়চৌধুরী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রীমতী রীণা দেব, অধ্যাপিকা রুণা চট্টোপাধ্যায়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মন্দাক্রান্তা সেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

১৩ এপ্রিল ২০১৯ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কলকাতার রাণু ছায়া মঞ্চে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ১০০ বছর উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। মূল বক্তা ছিলেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। নৃত্য পরিবেশন করেন কিশোর বাহিনীর কলকাতা জেলার খুদে শিল্পীরা। বিশিষ্ট শিল্পী কল্যাণ সেন বরাট ও সহশিল্পীরা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। হিন্দি সঙ্গীত পরিবেশন করেন মমতা ত্রিবেদী ও সহশিল্পীরা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি রেহান কৌশিক ও অন্যান্যরা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন তৎকালীন বড়লাটকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির মূল ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদে পাঠ করেন অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য। নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' পাঠ করেন অধ্যাপিকা রুণা চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

১৪ এপ্রিল ২০১৯ ঃ- কলকাতায় ভিক্টোরিয়া কলেজ ক্যাম্পাসে কিশোর বাহিনীর ৭৫ বর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে যুদ্ধের বিপক্ষে ও শান্তির সপক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহযোগিতায়। রাজ্য কমিটির তরফে সৌমেন্দ্রনাথ বেরা ও কুনাল বাগচী এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২৬ জুন ২০১৯ ঃ- মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পেয়োর নয়াদিল্লি সফর (২৫-২৬ জুন) উপলক্ষে এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় মৌলালি মোড়ে প্রতিবাদসভা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ রায়চৌধুরী। সভাপতি অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন মনোজ ভট্টাচার্য, ডা. তমোনাশ ভট্টাচার্য, আরশাদ আলি, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

২৬ জুলাই ২০১৯ ঃ- এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ঐতিহাসিক মনকাডা দিবস স্মরণ উপলক্ষে আলোচনাচক্র। স্থানঃ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবন (তিন তলায়)। বিষয়ঃ 'আগ্রাসী দক্ষিণপন্থা—দেশে—দেশান্তরে'। বক্তাঃ অধ্যাপক রতন খাসনবিশ। সভাপতি অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তনু ব্যানার্জি।

২৬-২৭ জুলাই ২০১৯ ঃ- নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত নবম এশিয় প্রশান্তমহাসাগরীয় আঞ্চলিক কিউবা সংহতি সম্মেলন। এ. আই. পি. এস. ও. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তরফে কুনাল বাগচি সম্মেলনে অংশ নেন।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঃ- বামপন্থীদের আহ্বানে কলকাতায় রামলীলা ময়দান থেকে মহাজাতি সদন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শান্তি মিছিলে এ. আই. পি. এস. ও. সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

৮ নভেম্বর ২০১৯ ঃ- গান্ধীজীর সার্ধশতজন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে আলোচনাচক্র। বিষয়ঃ 'গান্ধীজী ও ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক ভারত'। বক্তা সর্দার আমজাদ আলি এবং অধ্যাপক সুপর্ণা গুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

১৬ নভেম্বর ২০১৯ ঃ- সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার উত্তর ২৪ পরগণা জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় বারাসাতে অনিমা অ্যাপার্টমেন্টের একতলায় (অঞ্জলি জুয়েলার্সের বিপরীতে, সুরক্ষার পাশে)। আহ্বায়ক পলাশ দাস ও অমলেন্দু দেবনাথ। কনভেনশন থেকে গঠিত হয় সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা প্রস্তুতি কমিটি। আহ্বায়ক পদে নির্বাচিত হন পারভেজ রহমান বিশ্বাস (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), অমলেন্দু দেবনাথ এবং শুভব্রত চক্রবর্তী।

৩০ নভেম্বর ২০১৯ ঃ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার হাওড়া জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে। কনভেনশন থেকে আগামী তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনের জন্য ৭ জন প্রতিনিধি ও ৩ জন দর্শক নির্বাচিত হন। কনভেনশনে 'আক্রান্ত সংবিধান' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী রবিশঙ্কর চ্যাটার্জি ।

১২ ডিসেম্বর ২০১৯ ঃ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার হুগলি জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে এ বি টি এ হুগলি জেলা কমিটির দপ্তরে। কনভেনশনের আহ্বায়ক ছিলেন সুদর্শন রায়চৌধুরী, সুবীর মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং মৃন্ময় সেনগুপ্ত। কনভেনশন থেকে গঠিত হয় সংগঠনের হুগলি জেলা প্রস্তুতি কমিটি। আহ্বায়ক পদে নির্বাচিত হন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), সুবীর মুখোপাধ্যায়, সত্যজিত দাশগুপ্ত।

১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ঃ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার নদিয়া জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর শহরে এ বি টি এ নদিয়া জেলা কমিটির দপ্তরে। কনভেনশনের আহ্বায়ক ছিলেন ড. তপন দাস, ড. শুভাশিস মণ্ডল, শ্যামশ্রী দাস, শ্রী রঞ্জিৎ মণ্ডল, ড. তাপস ব্যানার্জি, পূর্ণেন্দু ঘোষ এবং অরুণ গুহ। কনভেনশন থেকে গঠিত হয় সংগঠনের নদিয়া জেলা প্রস্তুতি কমিটি। আহ্বায়ক পদে আপাতত দু'জন নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক ড. তপন কুমার দাস (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর) এবং অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট-৪

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

১) ২১ জানুয়ারি ঃ শান্তি ও সংহতি শহীদ দিবস

২) ২৩ জানুয়ারি ঃ দেশপ্রেম দিবস (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন)

৩) ২৬ জানুয়ারি ঃ ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস

৪) ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

৫) ৫ মার্চ ঃ বিদেশে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহারের পক্ষে প্রচার দিবস

৬) ৮ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

৭) ১৪ এপ্রিল ঃ মানবাধিকারের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ দিবস

৮) ২০ এপ্রিল ঃ বিশ্ব শান্তি পরিষদ দিবস

৯) ২৩ মার্চ ঃ শহীদ ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান দিবস

১০) ২৯ মার্চ ঃ রাসায়নিক যুদ্ধে নিহতদের স্মরণ দিবস
১১) ১ মে ঃ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
১২) ২৫ বৈশাখ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস
১৩) ৯ মে ঃ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিজয় দিবস
১৪) ১৯ মে ঃ হো-চি-মিনের জন্ম দিবস
১৫) ২১ মে ঃ মতবিনিময় ও উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিবস
১৬) ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৭) ১৮ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস
১৮) ২৬ জুলাই ঃ মনকাডা দিবস
১৯) ৩০ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক মৈত্রী দিবস
২০) ৬-৯ আগস্ট ঃ হিরোশিমা নাগাসাকি দিবস
২১) ১১ আগস্ট ঃ শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দিবস
২২) ১৫ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবস ঃ গণতন্ত্র বাঁচাও দিবস
২৩) ১ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস
২৪) ২১ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস
২৫) ২ অক্টোবর ঃ গান্ধীজীর জন্মদিবস ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা বাঁচাও দিবস
২৬) ৬ অক্টোবর ঃ ড. মেঘনাদ সাহার জন্মদিবস
২৭) ১৬ অক্টোবর ঃ রাখী বন্ধন দিবস
২৮) ১৭ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস
২৯) ১০ নভেম্বর ঃ শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান দিবস
৩০) ২৯ নভেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস
৩১) ১০ ডিসেম্বর ঃ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
৩২) ১৪ ডিসেম্বর ঃ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামের প্রতি সংহতি দিবস
৩৩) ২০ ডিসেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক মানব সংহতি দিবস